ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ ক্যাটরিনা আমার মতো অ্যাকশন বলিউডের কোনো নায়িকা করেনি

পৃঃ ৫

কিং কাপের ▶▶ কোয়ার্টার ফাইনালে রোনালদোর আল-নাসর

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৯৯ ● কলকাতা ● ১৭ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● শনিবার ● ০৪ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বাবরি মসজিদের তালা

খুলিয়ে ছিলেন রাজীব, ভোটের মধ্যপ্রদেশে মনে করালেন কমলনাথ

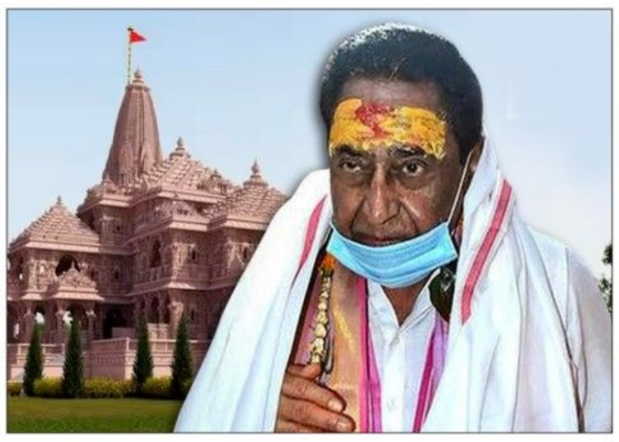

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাঁচ রাজ্যের ভোটের মধ্যে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। স্বভাবতই মন্দির নির্মাণের কৃতিত্ব নিয়ে দড়ি টানাটানিও সমানতালে শুরু হয়েছে ভোটমুখী ছত্তীসগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায়। এরমধ্যে বিশেষ নজর কাড়ছে ছত্তীসগড় এবং মধ্যপ্রদেশ।রাজনীতিতে 'রামভক্ত হনুমান' হিসাবে পরিচিত কমলনাথ রাম মন্দির নির্মাণে রাজীবের ভূমিকা স্মরণ করে নরম হিন্দুত্বের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিলেও বাবরি মসজিদ নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে অস্বস্তি আছে। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি ধ্বংসের সময় কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেসের নরসিংহ রাও সরকারই। ফলে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন কংগ্রেস কী বলে সেটাই দেখার।

২০২০-র ৫ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাম মন্দিরের শিলান্যাস করেন। সেদিন প্রিয়ঙ্কা গান্ধী টুইটে দেশবাসীকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা রাজীবের অবদানের কথা। প্রিয়ঙ্কা বলেন, প্রধানমন্ত্রী রাজীবই বাবরি মসজিদের

এরপর ৩ পাতায়

প্রয়াত নোবেলজয়ী অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা,

শোকপ্রকাশ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রয়াত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে আসেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। হাসপাতালে আসার কিছুক্ষণ পর দুঃসংবাদ শোনেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। শুক্রবার সকালে এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।উল্লেখ্য, নোবেল পুরস্কারজয়ী অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা নির্মলাদেবীর বয়স ৮৭ বছর। কয়েকদিন ধরে বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁকে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার হাসপাতালে যান। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শারীরিক অবস্থা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাঁর অবস্থা সংকটজনক বলেই জানান। শুক্রবার বেলা ১২টা ৩৫ মিনিট নাগাদ চিকিৎসকরা জানান মৃত্যু হয়েছে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের মায়ের। এদিন সকালে হাসপাতালে পৌঁছন অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই দুঃসংবাদ শোনেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। মমতা লেখেন, 'নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা অধ্যাপক নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি শোকস্তব্ধ। গতকাল তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকসে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেসের প্রাক্তন অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ততকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতিবিদ দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। আমি তাঁর সুপরিচিত ছিলাম। আমাদের অনেক স্মৃতি রয়েছে। তাঁর মৃত্যু বিরাট ক্ষতি। আমি সমবেদনা জানাই অভিজিত, অনিরুদ্ধ-সহ তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের।'

সব রাজনৈতিক দলকে দিতে হবে

নির্বাচনী বন্ডের হিসাব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে হওয়ার আয়ের হিসাব দু'সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে । টানা তিনদিন নির্বাচনী বন্ড নিয়ে শুনানি শেষে রায় সংরক্ষিত রেখে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে।দিনের শুরুতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার কাছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি। জানতে চান, কেন শুধুমাত্র লাভজনক সংস্থাই বন্ডে অনুদান দেওয়ার সুযোগ পাবে না? কেন অনুদানের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হবে না? কোনও সংস্থা কীভাবে তার যাবতীয় লাভ দান করে দিতে পারে? এই সময় অদ্ভুত যুক্তি দেন সলিসিটর জেনারেল। বলেন, প্রথমে পাঁচ ও পরে লাভের সর্বোচ্চ সাড়ে সাত শতাংশ ইলেক্টোরাল বন্ডে দিতে পারত কোনও প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দেখা গেল কোনও সংস্থা যে পরিমাণ অর্থ দান করতে চায়, তা তার লাভের ১০ বা ১৫ শতাংশ। সেক্ষেত্রে হয় সে বাকি টাকাটা নগদে দিত, যা কালো টাকা। নাহলে বাকি টাকা অন্য কোনও ভুয়ো কোম্পানির মাধ্যমে দিত। এই দু'টিই বেআইনি। স্বচ্ছতা আনতেই তাই সর্বোচ্চ সীমা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসিমুখে প্রধান বিচারপতিকে এরপর বলতে শোনা যায়, 'তাহলে কি আপনি বিশ্বাস করেন যে, এখন কেউ নগদে টাকা দেয় না?' যার উত্তর দিতে পারেননি

এরপর ৩ পাতায়

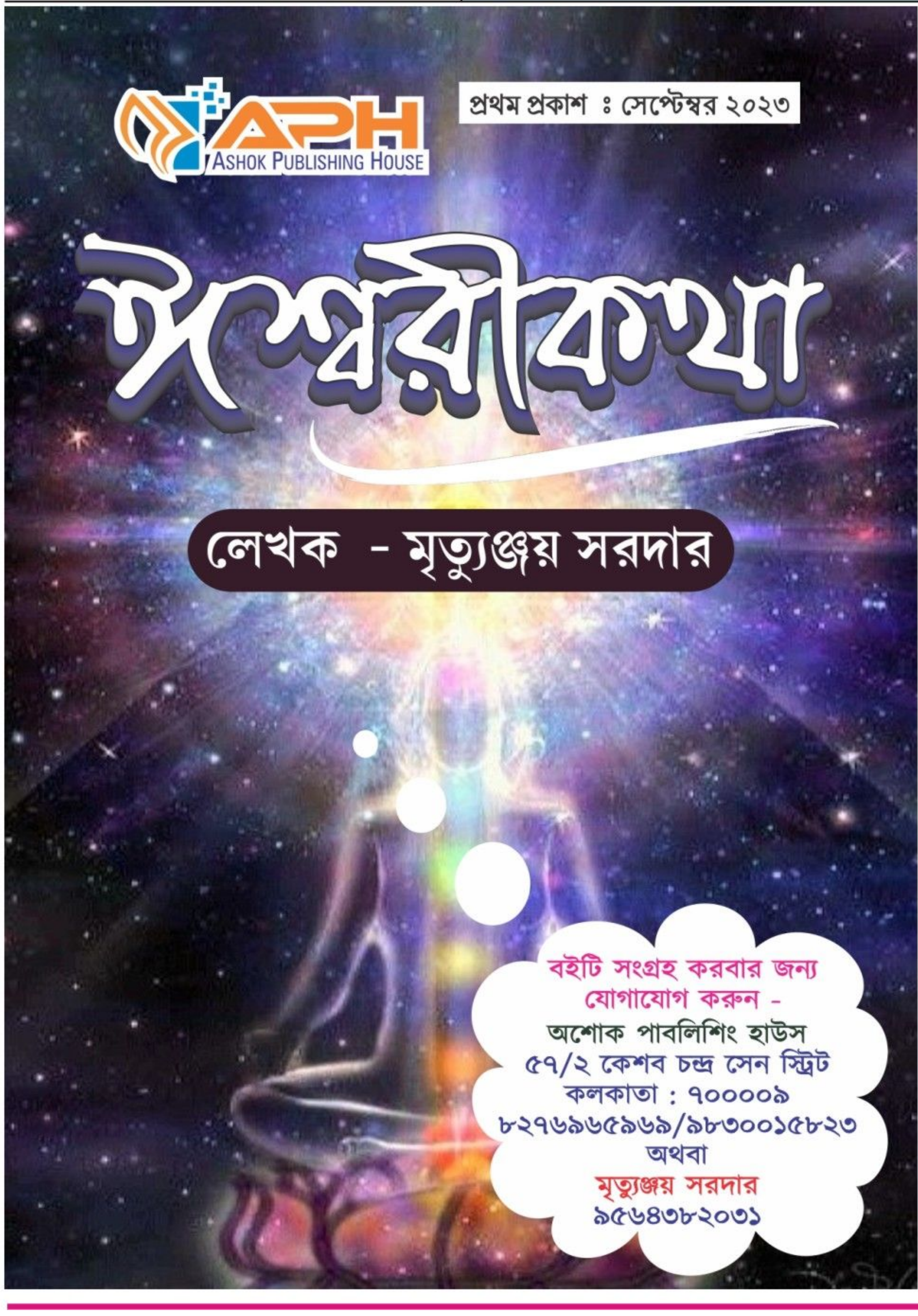

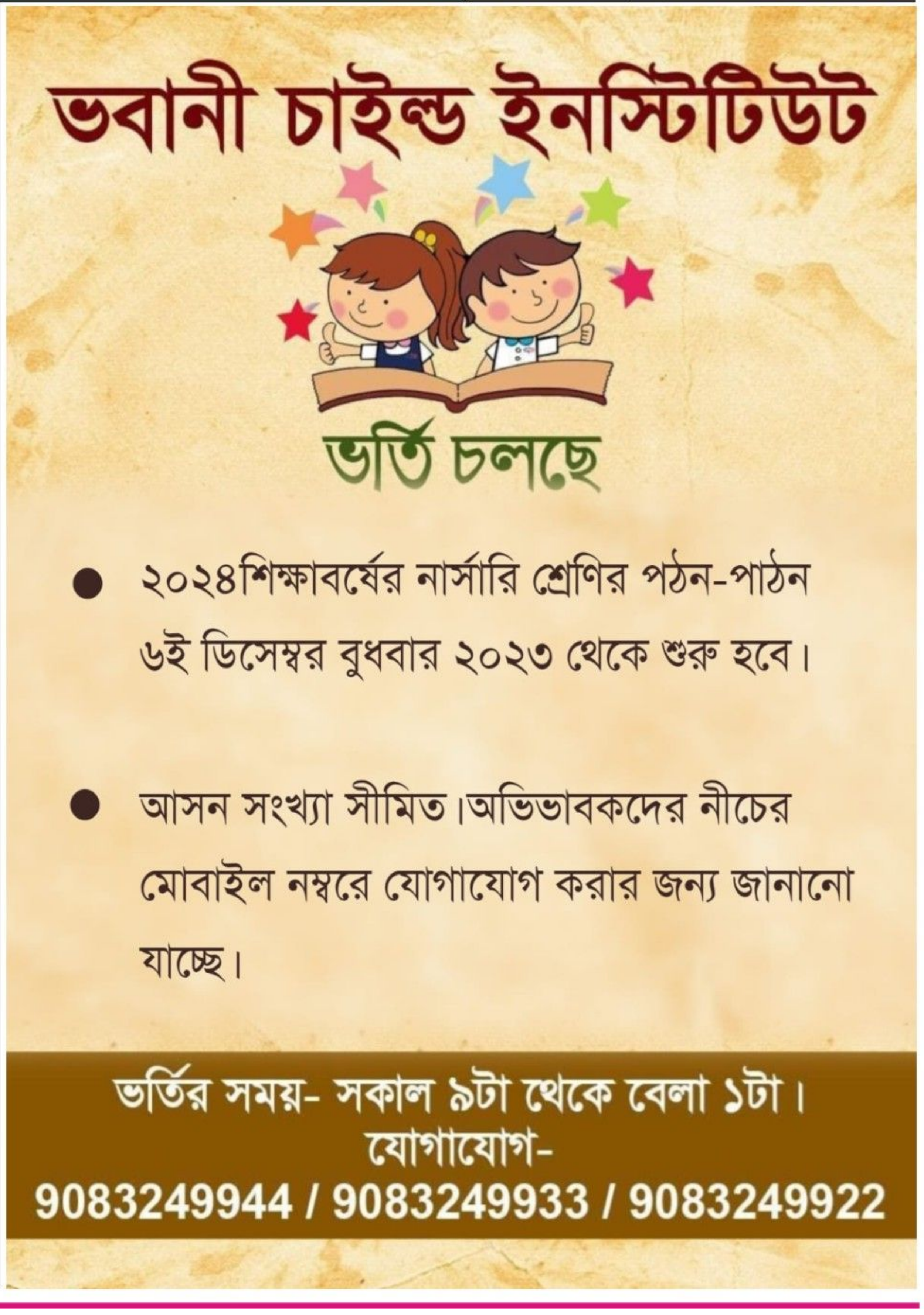

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের ডেডলাইন

নিজেই বেঁধে দিলেন বালু!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সিজিও থেকে কমান্ড হাসপাতালে যাওয়ার উদ্দেশে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় যেমন একবার নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ঠিক তেমনই কমান্ড হাসপাতাল থেকে ফিরে সিজিওতে ঢোকার সময়ও ফের বিজেপির চক্রান্তের অভিযোগে সরব হলেন মন্ত্রী। শুধু তাই নয়, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের ডেটলাইন নিজেই বেঁধে দিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী!এখন বিজেপির তাঁকে ফাঁসানো নিয়ে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "আসলে ফাঁসানো বক্তব্যটা অন্য কোনও দিকে নির্দেশ করা আছে। এটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। এই দুর্নীতিতে প্রান্তিক মানুষের চাল, গম, চিনি লুঠ হয়ে গিয়েছে। কৃষককে কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে। কোনও জায়গায় কেউ ন্যূনতম সাহায্যমূল্য পায়নি। ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করে চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিস্ট্রিবিউটর মিল মালিকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে বছরের পর বছর ভুয়ো রেশন কার্ডের মধ্যে দিয়ে একটা লুঠ সংঘটিত হয়েছে। এই লুঠ তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শুরু। বায়োমেট্রিকসে দেখা গিয়েছে, ১ কোটির বেশি ভুয়ো রেশন কার্ড।"সিজিওতে ঢোকার সময় মন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, 'আমি নির্দোষ। আমি মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের সৈনিক। এটা ইডি-বিজেপির চক্রান্ত। আমি প্রমাণ করে দেব ৬ তারিখ।'

উল্লেখ্য, এর আগে জ্যোতিপ্রিয় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধয়ায় সব জানেন। জানেন অভিষেক বন্দ্যোপাধয়ায়ও। বিজেপি তাঁকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসিয়েছে। দল সঙ্গে আছে। তিনিও দলের সঙ্গেই ছিলেন, আছেন ও থাকবেনও। কমান্ড হাসপাতালে যাওয়ার পথে দাবি করেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। হেভিওয়েট মন্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক ইডি। একদিন অন্তর তাই আজ ফের মেডিক্যাল করানো হয় মন্ত্রীর। সিজিও থেকে বেরিয়ে কমান্ড হাসপাতালে যাওয়ার জন্য গাড়িতে ওঠার পথেই সাংবাদিকদের প্রশ্নে মুখ খোলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী দাবি করেন, "মমতাদি-অভিষেক সব জানেন। আমি নির্দোষ। বিজেপি আমাকে ফাঁসিয়েছে। দল আমার সঙ্গে আছে। আমি দলে ছিলাম, আছি, থাকব। খুব তাড়াতাড়ি আমি ছাড়া পাব। আপনারা জেনে রেখে দিন, অলরেডি এরমধ্যে আমি মুক্ত হয়ে গিয়েছি।" রেশন দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। দুর্নীতিতে মিলেছে বাকিবুর রহমানের সঙ্গে মন্ত্রীর যোগও! কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্পষ্ট দাবি,"আমাকে ফাঁসানো হয়েছে বিজেপিকে দিয়ে। মমতাদি ব্যাপারটা পুরোটাই জানে। দলের সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকব। বিজেপি আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি মুক্ত। অলরেডি জেনে নিন, আমি এর মধ্যে মুক্ত হয়ে গিয়েছি। আর ৪ দিনের মধ্যে মুক্ত হয়ে যাব। বিজেপি ফাঁসিয়েছে। মমতা দিয়ে সব জানেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধয়ায়ের সঙ্গে আমি আছি। অবশ্যই দল আছে আমার সঙ্গে। আমি দলের সঙ্গে আছি।"

অতীতের নজির নিয়ে চিন্তা পদ্মের,

এ বার লক্ষ্যপূরণ হবে তো

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনে ১৮ আসনে জয় মিললেও বিজেপি নেতৃত্ব এটা মানেন যে, সে বার সংগঠনের থেকে 'মোদী হাওয়া' বেশি কাজে লেগেছিল। সেই জয় থেকেই জন্ম নিয়েছিল ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভাল ফলের আশা। দল ক্ষমতা দখলের কথাও ভেবেছিল। যদিও নবান্ন দখলের জন্য প্রয়োজনীয় আসনের থেকে অনেকটা দূরেই থমকে যায় গেরুয়া শিবির।এই প্রক্রিয়া ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে বলা হলেও ভোটার তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন তার পরেও ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত

এরপর ৩ পাতায়

দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি হোক,

কিন্তু হেনস্তা নয়', ইডির সমালোচনায় ইয়েচুরি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : 'ইডি যদি সত্যি তদন্ত করতে চায়, তাহলে যাঁরা দোষ করেছে তাঁদের দোষ প্রমাণ করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। তদন্তের নামে দিনের পর দিন ধরে বিরোধীদের হেনস্তা মেনে নেওয়া হবে না।'এমন আবহে রাজ্যে দলের রাজনৈতিক অবস্থান কী হবে, কংগ্রেস এবং আইএসএফের সঙ্গে ফের জোট গড়েই রাজ্যের নির্বাচনে লড়া হবে কি না, সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে তিনদিনের এই বৈঠকে। জোট হলেও শরীকদলগুলির সঙ্গে আসন সমঝতা কী হবে, তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে তিনদিনের এই বৈঠকে।বক্তা, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি।শুক্রবার থেকে হাওড়ায় শুরু হয়েছে বঙ্গ সিপিএমের এরাজ্যের তিনদিনের বর্ধিত অধিবেশন। সেখানেই সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন ইয়েচুরি।

বাংলার একাধিক দুর্নীতির তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি, সিবিআই। তাঁদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব শাসকদল তৃণমূল। অন্যদিকে দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি, কংগ্রেসের মতো এরাজ্যের সিপিএম নেতারাও। অদূর ভবিষ্যতে এরাজ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে সেই অর্থে বামেদের সরব হতে দেখা যায়নি। যে কারণে ইয়েচুরির মন্তব্য যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

জোটের বিষয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে এদিন ইয়েচুরি বলেন, 'বিজেপির আমলে ভারত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি। তাই দেশকে বাঁচাতে বিজেপিকে সরকার থেকে সরাতেই হবে। এই জন্যই এই জোট।'একই সঙ্গে সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'তৃণমূল বিজেপির বিকল্প হতে পারে না। আগে আপস করেছে। হয়তো পরেও আবার আপস করবে। বিজেপির মতো তৃণমূল দুর্নীতিগ্রস্ত, জন বিরোধী, অগণতান্ত্রিক। ওরা বাংলায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছে। সব ঠিক, তবে দেশের স্বার্থে কেন্দ্রীয় স্তরে বিজেপিকে সরাতে তৃণমূলের সমর্থন প্রয়োজন।'

বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। কেন্দ্রে মোদী সরকারকে ঠেকাতে ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছে ইন্ডিয়া। জোটে রয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূলের পাশাপাশি সিপিএমও। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, অন্যবারের তুলনায় এবারের লোকসভা ভোটের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। সর্বভারতীয়স্তরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে সিপিএম-তৃণমূল। রাজ্যে আবার পরস্পর বিরোধী অবস্থানে।

পেঁয়াজের দামবৃদ্ধি রুখতে সংরক্ষণ জরুরি, দাবি চাষীদের

হুগলি, ৩ নভেম্বর: নিউজ সারাদিন : দীপাবলি ভাইফোঁটার আগেই পেঁয়াজের দামে আগুন। ফলে জেরবার সাধারণ মানুষজন । অথচ হুগলির একটি বড় অংশে শীতকালীন ও বর্ষাকালীন পেঁয়াজের চাষ হয় । তারপরেও জেলায় পেঁয়াজের এত দাম নিয়ে অভিযোগের সুর চাষীদের একাংশের গলায় । তাঁদের দাবি, পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রশাসন উদাসীন । জেলায় উতপন্ন পেঁয়াজ যথেষ্ট পরিমাণে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না বলেই দাম বাড়ছে । সরকারিভাবে যদি আলু সংরক্ষণের মতো পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকার উদ্যোগী হয় তাহলে আগামী দিনে এই সমস্যা আর থাকবে না । হুগলি জেলা উদ্যান পালন বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক শুভাশিস গিরির কথায়, "শীতকালীন সময়ে পেঁয়াজের জোগান মেটানো সম্ভব হলেও এই সময় নাসিকের পেঁয়াজের উপর ভরসা করতে হয় । বর্তমানে পেঁয়াজের আমদানি কম তাই দাম বেড়েছে । যতক্ষণ না নতুন পেঁয়াজ উঠছে ততদিন এইরকম পরিস্থিতি চলতে থাকবে । পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যাপারে জেলায় সরকারিভাবে অনেক জায়গায় করা হয়েছে । আমাদের জেলায় ২০১২ সাল থেকে ৮০ থেকে ৯০টি সংরক্ষণের জন্য ঘর করা হয়েছে সরকারিভাবে । প্রতিবছর সংরক্ষণের জন্য ঘর করে দেওয়া হয় চাষীদের ।"

শেওড়াফুলি বাজারের পাইকারি কাঁচা সবজি বাজারের সম্পাদক সুকল্যাণ চট্টোপাধ্যায় বলেন,"পুজোর আগে যে দাম ছিল ।পুজোর পর তা দ্বিগুণ হয়ে যায় । মূলত নাসিকের উতপাদন কম তাই দামটা বেশি আছে । এখন আমদানি আবার চালু হয়েছে । শেওড়াফুলি পাইকারি বাজারে ৫৪ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে । এতটা দাম বাড়ার কারণ চাহিদার তুলনায় কম আমদানি হচ্ছে । তবে আশা আছে দাম আর বাড়বে না ।"অন্যদিকে, হুগলি জেলা কৃষি বিপণন সূত্রে খবর এই সময় নাসিকের পেঁয়াজ আমদানি নেই তাই দাম বেড়েছে । তবে আশা করা যায় এক সপ্তাহের মধ্যে পেঁয়াজের আমদানি ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তাহলে অনেকটাই স্বাভাবিক দাম হয়ে যাবে ।

হুগলি জেলায় বলাগড় ও পোলবা-সহ বেশ কিছু ব্লকে পেঁয়াজের চাষ হয় । শুধুমাত্র হুগলিতেই ৩ হাজার ৭৮৬ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয় । বিশেষত নভেম্বর থেকে পেঁয়াজ রোপণ করা হয় । ফেব্রুয়ারি মাসে ফলন হয় । যেটা দিয়ে বছরে অনেকটাই পেঁয়াজের চাহিদা পূরণ করা যায় । কিন্তু সারাবছর চাহিদা পূরণ করা যায় না । তার জন্য নাসিকের পেঁয়াজের উপরই ভরসা করতে হয় । পুজোর খুচরো বাজারে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কেজি পেঁয়াজের দাম থাকলেও তা বেড়ে এখন দাম হয়েছে ৬০ থেকে ৭০ টাকা । যদি এভাবে পেঁয়াজের আমদানি না থাকে আরও দাম বাড়ার আশঙ্কা করছে ব্যবসায়ীরা । হুগলি জেলায় কিছু বছর আগে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ শুরু হয় । খুব বেশি সংখ্যক না হলেও বেশি কিছু চাষী এখন বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ করেন । এই বিষয়ে হুগলির এক পেঁয়াজ চাষী বাবলু সাঁতরা বলেন, "শীতকালীন পেঁয়াজ চাষে উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই । আলুর মতো পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে এই দাম বাড়ার মতো পরিস্থিত তৈরি হত না । আর বর্ষাকালীন পেঁয়াজ বর্ষার জলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । তাই চাষীদের ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে । সরকারি ভর্তুকি পেলে চাষীরা এই চাষে আগ্রহী হতে পারে ।"

তৃণমূলের আমলে কি ২৮ হাজার

কোটি টাকার রেশনে দুর্নীতি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে 'ব্লক হওয়া' ১ কোটি ৬৬ লক্ষ রেশন কার্ডের হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের দাবি, জ্যোতিপ্রিয়র আমলেই এই রেশন কার্ডের মাধ্যমে আসলে দুর্নীতি হয়েছিল। কার্ডগুলি ব্লক করা হয়েছে। প্রত্যেক কার্ডের জন্য মাসে বরাদ্দ ছিল ৫ কেজি চাল। বছরে কার্ড প্রতি ৬০ কেজি চাল বরাদ্দ ছিল।আরটিআই অ্যাক্টিভিক্টস বিশ্বনাথ গোস্বামী বলেন, "ততকালীন ফুড সাপ্লাইয়ের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি অনিল বর্মার ভূমিকা কী, কেন তাঁকে দফতর থেকে সরানো হয়েছিল, মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কী নিয়ে ঝামেলা ছিল, তারপর যাঁকে আনা হয়, মনোজ আগরওয়াল, যাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত ছিল, তা সবটাই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। অবিলম্বে তাঁদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করতে হবে।"অভিযোগ ওঠে, ২৮ টাকা কিলো দরে বিক্রি হয়েছিল 'চুরি'র চাল। তদন্তকারীরাই বলছেন, এটাই হয়তো দেশের মধ্যে সবথেকে বড় রেশন স্ক্যাম হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, ২০১৬ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ক্যাগ বারবার খাদ্য দফতরের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছিল। কত জনকে খাবার দেওয়া হয়, কত কার্ড ব্লক করা হয়েছে, কত জন আটা পান, কত জন চাল পান, গোটা তথ্য তলব করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য খাদ্য দফতরের তরফ থেকে কোনও রিপোর্ট দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, এরপর ক্যাগ-র তরফ থেকেও রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই চিঠিরও কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি রাজ্যের তরফে।

আরও উল্লেখ্য, ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ভুয়ো কার্ডের কথা বলা হচ্ছে, জানা যায়, সেই কার্ড বাতিল করা হয়নি, ব্লক করা হয়েছিল। আরও একটি বিষয়, যে সময়ে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের একটি মামলায় রাজ্য পুলিশ চালকল মালিক বাকিবুর রহমানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল, তা মাঝপথেই থেমে যায়। চার্জশিটে বাকিবুরের নামই থাকে না। এখানেও প্রভাবশালী যোগের অভিযোগ ওঠে।

খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, "একুশের পরে যদি এমন কোনও তথ্য থাকে, আমি বলতে পারব। কিন্তু আগের ব্যাপারটা আমি বলতে পারব না।" এদিকে, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "বাকিবুর এক একজনকে দেড় কোটি টাকা করে মাসে দিত।" যদিও তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "এই দুর্নীতি বাম আমল থেকে চলে আসছে। অভিযোগ ওঠা মানেই যে দোষী প্রমাণিত হয়ে যাওয়া, তা তো নয়।"

বাম জমানা হোক বা তৃণমূল আমল,

শিল্প এবং শিল্পী

বারবার শাসকের কোপে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শহিদ মিনারে ডিএ আন্দোলনকারীদের মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করায় শাসকের রোষে নাটকের দল ? ডিএ বঞ্চনার প্রতিবাদে শহিদ মিনারে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করার পরেই নদিয়ার চাকদার নাটয়জনের বুকিং বাতিল করে দেওয়ার অভিযোগ। যারপরই ফের একবার সামনে উঠে আসছে, শিল্প ও শিল্পীর বারবার শাসকের রোষে পরার ধারা।চলতি বছর ৯ এপ্রিল রূপকের মাধয়মে হাথরস, বগটুই এবং হাঁসখালির ঘটনা তুলে ধরে তৃণমূল ও বিজেপির সমালোচনায় নাটক মঞ্চস্থ করায় রানাঘাটে নাটয়কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে পঞ্চায়েত সদস্য-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। কৌশিক সেন, ঋদ্ধি সেনের মতো নাটয়বয়ক্তিত্বরা তার প্রতিবাদে সরব হন।

এবার ডিএ আন্দোলনের মঞ্চে দুর্নীতি-বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করায় শাসক-রোষে সরকারি প্রেক্ষাগৃহে চাকদা নাট্যজনের শো বাতিলের অভিযোগ উঠল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এত সমালোচনায় তাহলে কাজ হচ্ছে কোথায় ? এই ধারা থামবে কবে? শিল্পের ওপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের এই প্রবণতায় দাঁড়ি পড়বে কবে ? বাম আমল হোক বা তৃণমূল জমানা, রাজ্যের ছবিটা একইরকম।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর লেখায় সত্যজিত রায় বলেছিলেন, সরকার যেখানে শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করে দেবেন, সেখানে শিল্পীর স্বাধীনতা এই নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ। সেই তাঁর রাজেয়ই বারবার শাসকের কোপে পড়েছে শিল্প এবং শিল্পী। বাম জমানা থেকে তৃণমূল আমল। সেই ধারা চলেছে সমানে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে চাপের মুখে বন্ধ হয়েছিল ব্রাত্য বসুর লেখা নাটক 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'-এর শো।

২০১১ সালের মার্চে হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় 'পশু খামার' নাটকের শো বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ততকালীন বাম সরকারের বিরুদ্ধে। তবে তার বিরুদ্ধে প্রেস বিবৃতি দিয়ে সমালোচনা করেছিলেন ততকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । মহাকরণ থেকে প্রেস বিবৃতি দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি নাটক বন্ধ করা হয়েছে । হুগলিতে ওই নাটকের প্রদর্শন বন্ধ করা অনুচিত হয়েছে বলে আমি মনে করি ।২০১২ সালের অক্টোবরে উত্তর ২৪ পরগনার বরানগরে, সিপিএমের সভায় যোগ দেওয়ায়, মাছ বিক্রেতাদের বাজারে বসতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল বিরুদ্ধে। তারই প্রতিবাদে করে হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল নাট্যকার বিমল চক্রবর্তীকে। ঘটনাচক্রে সেই সময়ই সরকারি কর্মী বিমল চক্রবর্তীকে কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৃণমূল সরকার। এই ঘটনার নিন্দায় পথে নামেন বিদ্বজ্জনেরা।

২০১২ সালে কলকাতা পুরসভা পরিচালিত স্টার থিয়েটারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণকাণ্ডের ওপর তৈরি ছবি 'তিন কন্যা'র প্রদর্শন। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির ত্রয়োদশ নাট্যমেলা থেকে বাদ পড়েছিল কৌশিক সেনের 'স্বপ্ন সন্ধানী' ও সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'তৃতীয় সূত্র' । যেখানে উঠেছিল আমরা-ওরার অভিযোগ।

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

সব রাজনৈতিক দলকে দিতে হবে নির্বাচনী বন্ডের হিসাব

তুষার মেহতা।একইসঙ্গে কেন্দ্রকে বলা হল, নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত যা কিছু ত্রুটি রয়েছে, তা মিটিয়ে ফেলতে কোনও বিশ্বাসযোগ্য, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া তৈরি করা হোক।

এদিন আদালতের বিরক্তির মুখে পড়তে হয় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীকে। এখনও পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল বন্ড মারফত কত টাকা পেয়েছে, সেই তথ্য চাইলেও পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে পারেননি আইনজীবী অমিত শর্মা। তিনি আদালতকে জানান, কমিশন মনে করেছিল আদালতের সেই নির্দেশ শুধুমাত্র ২০১৯ সালের নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য ছিল। এর পরই চার বছর আগের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের উল্লেখ করে বেঞ্চ বলে, সেই সময় কমিশনকে বলা হয়েছিল, প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের কাছে মুখবন্ধ খামে জমা দিতে হবে। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জমা পড়া সেই খামগুলিই আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে কমিশনকে আদালতে জমা দিতে বলা হল।

এদিন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে নিজেদের প্রাথমিক মতামতও জানিয়েছে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় , বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি জে বি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ। আদালতে প্রথমে হলফনামা জমা দিয়ে ও পরবর্তীতে শুনানির সময় কেন্দ্র যতই নির্বাচনী বন্ডকে স্বচ্ছ বলে দাবি করুক, তাতে যে বেঞ্চ খুব একটা সহমত নয়, তা কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বেঞ্চের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে। এমনটাই মত আইন বিশেষজ্ঞদের। এদিন এক সময় প্রধান বিচারপতিকে বলতে শোনা যায়, নির্বাচনী বন্ড প্রক্রিয়াটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এমন একটি পদ্ধতি তৈরি করা উচিত, যার মাধ্যমে গোটা বিষয়টি স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য হবে। আদালত স্পষ্ট করে দেয়, যে তারা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না, কারণ এটি পুরোপুরি আইনসভা ও সরকারের বিষয়।

দুর্নীতির তদন্তকারীদের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ, ১৫ লাখ ঘুষ নিতে গিয়ে গ্রেফতার দুই ইডি অফিসার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতির মামলায় এবার দুর্নীতির অভিযোগ স্বয়ং তদন্তকারীর দিকে। বুধবারই দুই তদন্তকারী অফিসারকে গ্রেফতার করল পুলিশের অ্যান্টি কোরাপশন ব্যুরো। ধৃত নওলকিশোর মিনা ও বাবুলাল মিনা হলেন কেন্দ্রের তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দা অফিসার। দুর্নীতির তদন্ত যাদের কাজ তাদের বিরুদ্ধেই এবার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় নতুন করে গড়ে উঠেছে বিতর্ক।এসিবি সূত্রে জানা যাচ্ছে ধৃত দুই ইন্সপেক্টর মণিপুরের একটি মামলার তদন্তে যুক্ত ছিলেন। মণিপুরের ইম্ফলে একটি চিটফান্ডের মামলা করা হয়। এখনও এই মামলায় সরকারিভাবে বেআইনিভাবে অর্থ লেনদেনের আইনে মামলা রুজু করেনি ইডি। এখনও খোঁজখবর নেওয়া চলছে। ধৃত দুই অফিসার রাজস্থানের আরওয়ালের বাসিন্দা। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মণিপুরের মামলা অভিযুক্তদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার চেষ্টা করে তারা। চিটফান্ডের লোকেদের দাবি ধৃত অফিসাররা কথা দিয়েছিলেন যে বেআইনিভাবে অর্থ লেনদেনের মামলা দেওয়া হবে না। চাহিদা মত ঘুষ পেলে বাজেয়াপ্ত করা হবে না সম্পত্তিও।

ইডি অফিসারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের সাক্ষী থাক; রাজস্থান। ভোটমুখী রাজ্যে বারবার ইডি হানা নিয়ে সরগরম ছিল রাজ্য রাজনীতি। এরই মধ্যে এই ঘটনা যেন আগুনে ঘৃতাহূতি। ভোটের আগে কংগ্রেস সভাপতি-সহ একাধিক বিরোধী নেতার বাড়িতে ইডির তল্লাশি অভিযান ভোট প্রচারে এক নয়া মাত্রা এনেছিল। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে ইডির থাবা থেকে বাদ যায়নি মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেলহেটের ছেলেও। এই ইস্যুতে গেলহেটের পাশে দাঁরান কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলটও। এরই মধ্যে এসিবির হাতে গ্রেফতার তদন্তকারী অফিসাররাই। সূত্রের খবর জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ধৃত অফিসারদের। ইডির পক্ষ থেকে এখনও এই বিষয় কোনও প্রতিক্রিয়া দেওইয়া হয়নি। তবে ভোট আবহে এই গ্রেফতারি যে 'হাত'-এর হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

১-ম পাতার পর

বাবরি মসজিদের তালা খুলিয়ে ছিলেন রাজীব, ভোটের মধ্যপ্রদেশে মনে করালেন কমলনাথ

তালা খোলানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কংগ্রেস দলগতভাব রাম মন্দির নিয়ে খুব বেশি মুখ খুলছে না। অযোধ্যা বিবাদ নিয়ে তারা শুধু সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েই দায়িত্ব সারে।এই দুই রাজ্যে বিজেপির তুলনায় কংগ্রেসের প্রচারে রামমন্দিরের কথা বেশি আসছে।

ছত্তীসগড়ের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল অযোধ্যার রাম মন্দির নিয়ে সভার পর সভায় বলে চলেছেন, এর পিছনে বিজেপির কোনও কৃতিত্ব নেই। মন্দির তৈরি হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। অন্যদিকে, রাজ্যে তিনি রামের বনবাস যাত্রার গোটা পথটি পর্যটন প্রকল্প হিসাবে সাজিয়ে তুলছেন। এরজন্য কোনও আদালতের নির্দেশের প্রয়োজন হয়নি। ছত্তীসগড়ে সরকারি টাকায় কৌশল্যা মন্দির সংস্কারের কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন তিনি।

অন্যদিকে, দু'দিন আগে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং দাবি করেন, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের তুলনায় তিনি অনেক বেশি অর্থ অযোধ্যার মন্দিরের জন্য দান করেছেন। রাজ্যের আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কমলনাথ প্রচারে দাবি করেছেন অযোধ্যার রাম মন্দিরের জন্য তিনি ১১টি সোনার ইট দিয়েছেন ট্রাস্ট্রের তহবিলে। সেই সঙ্গে রাম মন্দির নির্মাণে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ভূমিকা মনে করাচ্ছেন কমলনাথ। তাঁর বক্তব্য, ১৯৮৬ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজবের নির্দেশে বাবরি মসজিদের তালা খোলানো হয়েছিল। তারফলেই হিন্দুরা রামলালাকে পুজো করার সুযোগ ফিরে পান। আজ যখন সেই অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে তখন রাজীবকে ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা স্মরণ করা দরকার।

কমলনাথের এই কথা এখন মধ্যপ্রদেশের প্রতিটি সভায় কংগ্রেস প্রচার করছে। উদ্দেশ্য বিজেপির হিন্দুত্বের তাস ভোঁতা করে দেওয়া। কমলনাথ নিজেও একজন হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেসি হিসাবে পরিচিত।

পাঁচ বছর আগে রাজ্য কংগ্রেসের ভার নেওয়ার পর থেকে তিনি দলকেও সেভাবেই তৈরি করেছেন। নিজের নির্বাচনী এলাকা ছিন্দওয়ারায় বিশাল হনুমান মন্দির এবং বজরংবলীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন এই প্রবীণ কংগ্রেস নেতা।

২ পাতার পর

অতীতের নজির নিয়ে চিন্তা পদ্মের, এ বার লক্ষ্যপূরণ হবে তো

চালানো যেতে পারে। আর ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি লোকসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন।

বিজেপি যে বিএলএ-২ নিয়োগ নিয়ে দলের চিন্তার কথা না মানলেও দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মণ বলেন, "২০২১ সালের নির্বাচনের সময়ে আমরা ২০ হাজারের মতো বুথে এই কাজ করতে পেরেছিলাম। সেই তুলনায় আমাদের সাংগঠনিক শক্তি এখন অনেক মজবুত। ফলে এ বারে অতীতের তুলনায় তিন গুণ জায়গায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। দলের সংগঠন এখন অনেকটাই সাজানো। ফলে কাজেও সুবিধা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, শাসকের ভুয়ো ভোটারদের অনেকেরই ভোটের আগে মৃত্যু হবে।"আর ভোটের পরের দলীয় বিশ্লেষণে নানা কারণের মধ্যে এটাও উঠে এসেছিল যে, সাংগঠনিক প্রস্তুতিতেই অনেক খামতি ছিল। আর তাতেই অনেক জায়গায় ভাল ফলের অঙ্ক মেলেনি। তখন থেকেই ঠিক হয়, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সময় থাকতে শুরু করা হবে।বিজেপি শিবির সূত্রে জানা যায়, ভোটার লিস্ট সংশোধনের মধ্য দিয়েই যে ভোটের প্রস্তুতি শুরু করতে হয় সেটা রাজ্য নেতৃত্বকে সেই সময়ে বুঝিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দিলেও তখন আর সেই সময় ছিল না। এ বার তাই বিজেপি এখন থেকেই ততপর। গত বুধবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। এখন মোটামুটি দুমাস সময় রয়েছে সেই ভোটার তালিকা সংশোধনের। সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরুও করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। সেই কাজ ১০০ শতাংশ জায়গায় করার সাংগঠনিক শক্তিই নেই রাজ্য বিজেপির। তাই আপাতত ঠিক হয়েছে, যেখানে দলের শক্তি রয়েছে সেখানে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ এমন ভাবে করতে হবে যেটা অতীতে কখনও রাজ্য বিজেপি করেনি।আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্য থেকে ৩৫টি আসনে জয় নিশ্চিত করতে হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত বার ১৮ আসনে জেতা বিজেপির হাতে এখন ১৬টি লোকসভা। আসানসোল তৃণমূলের দখলে আর বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংহ দলবদল করেছেন। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের দখলে থাকা আসনের পাশাপাশি হারা আসনেও সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে হবে। এ জন্য নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় এক জন করে এক নম্বর বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ-১) নিয়োগ করতে হয়। রাজ্য বিজেপি ইতিমধ্যেই ৪২টি লোকসভা এলাকায় ২৯৪ জন বিএলএ-১ নিয়োগ করে ফেলেছে। কিন্তু কঠিন হচ্ছে বিএলএ-২ নিয়োগ করা। ভোটার তালিকায় সংশোধনে ১০০ শতাংশ অংশগ্রহণের জন্য দলের প্রয়োজন ৮০,৪৫৩ জন বিএলএ-২। কারণ, নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বুথে এক জন করে বিএলএ-২ রাখতে হয়। একই ব্যক্তি একাধিক বুথে এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন না।গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এ বার রাজ্য বুথের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বুথের সংখ্যা ছিল ৭৮,৭৯৯টি। গত বিধানসভা নির্বাচনে বেড়ে হয় ৭৮,৯০৩। গত বুধবার নির্বাচন কমিশন যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে বাংলায় এ বার বুথ ৮০,৪৫৩টি। আর মোট ভোটার সংখ্যা ৭,৫৩,৮৬,০৭২।

যে কোনও রাজ্যের নির্বাচনের ক্ষেত্রেই নতুন ভোটারের নাম তালিকায় সংযোজন, মৃতদের নাম বিয়োজন এবং ভোটার তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজে এগিয়ে থাকে শাসকদল। ভোটার তালিকা তৈরির সময় থেকে সক্রিয় থেকেই বামেরা বাংলায় তিন দশক শাসন ধরে রাখতে পেরেছিল বলে দাবি করা হয়। প্রথম দিকে পিছিয়ে থাকলেও এখন শাসক তৃণমূলও সে কাজ সারা বছর ধরেই করে। কিন্তু বিজেপি শেষ বেলায় হলেও ভোটার তালিকা সংশোধনে বাড়তি জোর দিতে চাইছে। দলের লক্ষ্য যাতে কমপক্ষে তিন চতুর্থাংশ বুথে যাতে বিএলএ-২ নিয়োগ করা যায়।নির্বাচন কমিশন সব রাজনৈতিক দলকেই ১ নভেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশোধন নিয়ে যাবতীয় অভিযোগ জমা দিতে বলেছে। এই সময়ে প্রতিটি শনি ও রবিবার সব বুথে কমিশনের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। মাঝে বাদ রয়েছে শুধু ১৯ নভেম্বর। এই দিনগুলিতে বিভিন্ন দল যাঁদের বিএলএ-২ নিয়োগ করবে তাঁরা সংশ্লিষ্ট বুথে গিয়ে কোনও নতুন ভোটারের নাম যুক্ত করতে পারবেন। মৃত ভোটারের নাম বাদ দিতে পারবেন। কারও নাম, ঠিকানা ভুল থাকলে সংশোধন করতে পারবেন। একই সঙ্গে ভুয়ো ভোটার নিয়ে অভিযোগও জানাতে পারবেন। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী নতুন ভোটারের নাম নথিভুক্ত করতে ফর্ম ৬ পূরণ করতে হয়। নতুন ভোটার বিদেশে বসবাস করলে ফর্ম ৬-এ। কোনও ভোটার মৃত বলে দাবি করা হলে মৃত্যুর শংসাপত্র-সহ ফর্ম ৭ পূরণ করতে হয়। একই ফর্মের মাধ্যমে ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ করা যায়। নাম, ঠিকানা সংশোধনের জন্য ফর্ম-৮। এই ফর্মেই জানানো যায় ওই বুথে কোনও ভোটার শারীরিক ভাবে অক্ষম কি না। সেটা জেনে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। তবে যে ফর্মই পূরণ করা হোক না কেন কোনও দলের বিএলএ-২ হলে তাঁর প্রাথমিক কাজ খুঁটিয়ে নিজের বুথের ভোটার তালিকা পরীক্ষা করা এবং কার নাম নেই, কার নাম মৃত্যুর পরেও রয়ে গিয়েছে ইত্যাদি খুঁজে বের করা।

২ পাতার পর

বাম জমানা হোক বা তৃণমূল আমল, শিল্প এবং শিল্পী বারবার শাসকের কোপে

২০২১-এর বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে আগে, বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় নাটকের দল তাঁকে বহিষ্কার করে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন, অভিনেতা কৌশিক কর। ২০২২-এর ডিসেম্বরে, বেলেঘাটায়, জোর করে নাট্যমেলা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর ও তাঁর বাবার বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে বিবৃতি দিয়ে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, আমার পরের অভিনয় ১৫ জানুয়ারি, রবীন্দ্র সদন মঞ্চে, এসে মেরে যান। আমি প্রতিবাদ করছি, এটা জেনেই যে এই প্রতিবাদ ব্যর্থ হবে। যাঁর গায়ে হাত উঠেছে, তাঁর গায়ে আবার হাত উঠতে পারে। যিনি হাত তুলেছেন, তিনি তাঁর সাহসে বলীয়ান হয়ে বাংলা মায়ের সুযোগ্য সন্তানের সার্টিফিকেট ঘরে বাঁধিয়ে রাখবেন। পশ্চিমবঙ্গে এক অভূতপূর্ব আনন্দযজ্ঞ শুরু হয়েছে। ভোট রাজনীতিতে কাজে আসে না, এমন শিল্পীদের মেরে ঠান্ডা করে দেওয়া হচ্ছে। অনেক জলঘোলার পর, অবশেষে জানুয়ারিতে জায়গা বদলে সেই নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল পাকিস্তানে নিহত কমপক্ষে ৫

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল পাকিস্তানে। ডেরা ইসমাইল খান শহরে পুলিশকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালালে মৃত্যু হয় ৫ জনের। আহত বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী। যদিও এখনও পর্যন্ত কেউ হামলার দায় স্বীকার করেনি বলে শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে ।পুলিশকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়। ঘটনায় প্রাণ হারান পাঁচজন, জখম হন ২১ জন । এবিষয়ে পাক পুলিশের এক আধিকারিক মহম্মদ আদনান জানিয়েছেন, এটি কোনও আত্মঘাতী হামলা, নাকি কোনও বোমা ফাটার কারণে হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ টহলদারি এলাকার খুব কাছে বিস্ফোরণটি হয়।সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সূত্রে খবর, শুক্রবার পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ডেরা ইসমাইল খান শহরে এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

জানা গিয়েছে, যে অঞ্চলে এই ঘটনাটি ঘটেছে সেটি মূলত আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী উপজাতি এলাকা। সেখানে আইন কানুন বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। যা অন্য দেশ-সহ পাকিস্তানেরও বহু ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের চারণভূমি।

উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর মাসেই পাকিস্তানের বালুচিস্তানে মাসতুঙ্গ এলাকায় একটি মসজিদের কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় অন্তত ৫৬ জনের।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৯৯ সংখ্যা ০৪ নভেম্বর, ২০২৩ শনিবার ১৭ কার্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

তৃণমূলের ভাবনায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 'নতুন মুখ'

রাজনৈতিক প্রস্তুতির পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজও শুরু করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভায় কমবেশি ২৮টি অর্থাত দুই-তৃতীয়াংশ আসনে 'নতুন মুখ' নিয়ে দলের অন্দরে আলোচনা শুরু হয়েছে। দলের প্রার্থী-তালিকায় এ বার বিনোদন দুনিয়ার বহর কমানোর সঙ্গে বেশ কয়েক জন পরিচিত সাংসদকে জায়গা দেওয়া নিয়েও পর্যালোচনা চলছে।পাশাপাশি, ২০১৯ সালের যে ১৮টি কেন্দ্রে তৃণমূল হেরে গিয়েছিল, তার বেশির ভাগ আসনেই এ বার নতুন মুখের সন্ধান চলছে। হাতেগোনা দু'-এক জন ফের মনোনয়ন পেতে পারেন। তবে সব ক্ষেত্রেই পরাজিতদের গত পাঁচ বছরে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক 'সক্রিয়তা' বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। দলীয় নেতৃত্বের হাতে নানা ভাবে আসা প্রস্তাব খতিয়ে দেখার কাজ চলছে।তবে এখনও পর্যন্ত ভাবনা প্রাথমিক পর্যায়ে। দলের ওই প্রস্তাব অবশ্য চূড়ান্ত করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

পঞ্চায়েত ভোটের মতো লোকসভা ভোটেও দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ে 'নতুন তৃণমূল'-এর ছায়া পড়তে চলেছে, সাংগঠনিক স্তরে প্রাথমিক চর্চায় তেমন আভাসই রয়েছে। এই আলোচনায় উল্লেখযোগ্য হতে চলেছে টলিউডের প্রতিনিধিত্ব। অভিনয় জগতের তারকা দুই সাংসদকে এ বার আর প্রার্থী করতে চাইছে না তৃণমূল। দলের এক নেতার কথায়, "জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই দুই অভিনেতার সক্রিয়তা নিয়ে তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় দলের নেতা-কর্মীদের প্রশ্ন রয়েছে। তা ছাড়া, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু বিষয় থাকায় দলকে তাঁদের আবার মনোনয়নের প্রশ্নে ভাবতে হচ্ছে।"অভিনয় জগতের আর এক তারকার ভূমিকা নিয়ে তৃণমূলের অভিজ্ঞতা 'সন্তোষজনক' নয়। তাঁর সঙ্গে 'বিতর্কহীন দূরত্ব' চাইছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এই তিনটি আসনেই 'নতুন মুখ' নিয়ে আলোচনা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। তবে অভিনয় জগতের সঙ্গে যে হেতু দলনেত্রী মমতার সরাসরি সম্পর্ক আছে, তাই তিন আসনের অন্তত একটিতে প্রার্থী বদল এখনও চূড়ান্ত নয়। এই তালিকায় অবশ্য আসানসোল নেই। বিদায়ী সাংসদ এ বারেও প্রার্থী হতে চাইলে এই কেন্দ্রে বদলের ভাবনানেই তৃণমূলের।

এ ছাড়াও এ বারের প্রার্থী নিয়ে চর্চায় অন্য সাংসদদের মধ্যে কারা মনোনয়ন পাবেন না, তৃণমূলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সেই বিষয়টি। এই আলোচনাতেও রয়েছে কমবেশি ৯-১০টি আসন। তার মধ্যে একাধিক পরিচিত সাংসদের কেন্দ্রও রয়েছে। সূত্রের খবর, সংখ্যায় অল্প হলেও কয়েকটি আসনের জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভার দু'-এক জন সদস্যের কথাও ভাবা হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইয়ে গত বিধানসভা নির্বাচন ও পঞ্চায়েত ভোটের ফলও মাথায় রাখছেন দলীয় নেতৃত্ব।

মুখ্যমন্ত্রী ৫০৮ কোটি টাকা নিয়েছিলেন

মহাদেবের থেকে, বড় দাবি ইডির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছত্তীসগড়ে বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোট গ্রহণের আর চার দিন বাকি। তার আগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তথা ইডি শুক্রবার দাবি করল, মহাদেব বেটিং অ্যাপের প্রমোটার ছত্তীসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলকে ৫০৮ কোটি টাকা দিয়েছিল।মহাদেব বেটিং অ্যাপ ছত্তীসগড় থেকে শুরু হয়েছিল। এই সিন্ডিকেটের প্রমোটারদের অনেকে এখন বিদেশে বসে বেটিং চালাচ্ছে। দেশ জুড়ে তাদের কয়েক হাজার প্যানেল রয়েছে। ইতিমধ্যে এই বেটিং চক্রে ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে ইডি। ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই সঙ্গে ৪৫০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

বৃহস্পতিবারই ইডির অফিসাররা জানিয়েছিল যে মহাদেব বেটিং অ্যাপের টাকা ছত্তীসগড়ের ভোটে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার পরই শুক্রবার অসীম দাসকে গ্রেফতার করেছে ইডি।কীভাবে তা জানতে পারল ইডি?

এদিন সকালে ৫ কোটি টাকা সহ এক ক্যুরিয়র ডেলিভারি বয়কে গ্রেফতার করেছে ইডি। তার নাম অসীম দাস। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, সেই জেরায় জানিয়েছে যে মহাদেব বেটিং অ্যাপের প্রমোটার বাঘেলকে ৫০৮ কোটি টাকা দিয়েছে। ক্যুরিয়ারে যে ৫ কোটি টাকা ছিল তাও ভোটের প্রচারের জন্য 'বাঘেল' নামে এক রাজনীতিকের কাছে ডেলিভারি করার কথা ছিল।

লোকসভা ভোটের আগে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তীসগড়ে বিধানসভা ভোট আসন্ন। তামাম জনমত সমীক্ষার দাবি ছত্তীসগড়ে ভরাডুবি হতে পারে বিজেপি। কংগ্রেসকেও এ ব্যাপারে অনেকটা আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে বলে অনেকে মত। কিন্তু এরই মধ্যে যেন ৫০৮ কোটি বোমা পড়ল ভোট বাজারে।

কদিন আগে রাজস্থানের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের ছেলে বৈভব গেহলটকে জেরার জন্য তলব করা হয়েছে ইডি দফতরে। এবার বাঘেলের বিরুদ্ধেও বড় অভিযোগ উঠল।

ইডির এই দাবিকে একেবারেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেছে কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র পবন খেরা বলেন, ছত্তীসগড় কেন গোটা দেশের ছোট ছোট শিশুরাও বুঝতে পারবে রাজনৈতিক প্রভুর ভৃত্য হয়ে ইডি এসব মিথ্যা গল্প সাজাচ্ছে। কিন্তু কোনও গল্পই ছত্তীসগড়ের বিজেপিকে বাঁচাতে পারবে না।

মহাদেব বেটিং অ্যাপ ছত্তীসগড় থেকে শুরু হয়েছিল। এই সিন্ডিকেটের প্রমোটারদের অনেকে এখন বিদেশে বসে বেটিং চালাচ্ছে। দেশ জুড়ে তাদের কয়েক হাজার প্যানেল রয়েছে। ইতিমধ্যে এই বেটিং চক্রে ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে ইডি। ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই সঙ্গে ৪৫০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

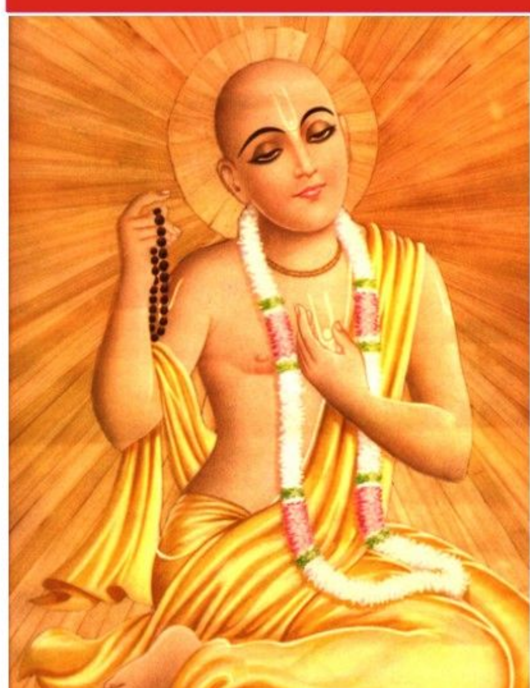

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রথমত, মায়াপুর একটি সংস্কৃত শব্দ। দ্বিতীয়ত, বহু গ্রাম যে লুপ্ত হয়েছিল তার প্রমান কেদারনাথ দত্তের মায়াপুর আবিষ্কার। দীর্ঘ সময় মায়াপুর- বামুনপুকুর ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় পরিদর্শন, সমস্ত বয়সের ব্যক্তির সাথে কথোপকথন, এবং তার লিপিবদ্ধকরনের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় সংস্কৃত শব্দ মায়াপুরের নাম পরিবর্তন হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জীবনে চলার পথে খুঁজে পেয়েছিলাম তাকে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হবে মানব জীবন অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়ানক। ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সাথে সাথে কাদা পেলে ঠাকুর তৈরি নিয়ে এসেছিল আমার দু ভায়ের। কালীপুজোর আগে থেকে মাটি তুলে নিজে হাতে ঠাকুর তৈরি করে সেই ঠাকুরকে পূজা দিতাম। সব সময় ভাবতাম আমি জীবনে বড় হয়ে একদিন পুলিশ অফিসার হবো। তিনি চায়না তাই সে ভাবনা থেকে বহু যোজন দূরেই আমাকে চলে যেতে হল। পড়াশুনা যাহাতে না করতে পারি আমার উপরে, আমার পরিবারের উপরে অকথ্য অত্যাচার নেমে এসেছিল রাজনৈতিক তরফ থেকে। তবে সবকিছু অত্যাচার সহ্য করে নিজের উদ্দেশ্য ছিল একটা কিছু করার। বাহু বার ঘরছাড়া হয়ে ক্যানিং দিদির বাড়ি থাকতে শুরু করলাম সেই সময় ক্যানিংয়ের চলচ্চিত্র জগতের ফাইটার গ্রুপের শংকর বিশ্বাস নামে এক ফাইটারের সঙ্গে আমার আলাপ হল। আমি তার হাত ধরে কলকাতা টালিগঞ্জ পালায় যাতায়া শুরু করেছিলাম, যেতে যেতে ওখানে বিভিন্ন সিনেমাতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে যায়। তারপরে কলকাতা থেকে যাও, কিভাবে যে জীবনের একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গা চলে আসা ,একটা অসম্ভব জিনিসটা সম্ভব হয়ে গেল ,তা আমি আগে উপলব্ধি করতে পারিনি, আর এই মিরাক্কেল ঘটনাটা ঘটিয়েছিলেন ভগবান নিজেই। যখন টালিগঞ্জ পাড়াতে নাম কিনছি , কিভাবে যে এই পাড়াতে আমার শত্রু তৈরি হলো তা আমি আগেই বুঝতে পারিনি, হঠাৎ একদিন রাতে শত্রুরা মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে মেরে জাপান কাউন্সিলের অফিসের পিছনে পচা খালে ফেলে দেয়া হয়েছিল। সেদিনই তো আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম কিভাবে যে বেঁচে গেলাম তা স্বপ্নে আজও ভাবতে পারিনা, হঠাৎ মাঝরাতে আমার জ্ঞান ফেরে তখন দেখি আমি পচা খালের জলের মধ্যে পড়ে রয়েছে। স্বয়ং মা কালী আমাকে সেই সময় পুনরায় জীবন দিয়েছিল, আমি খাল থেকে উঠে যে ফ্লাটেছিলাম সেখানে পৌঁছাতেই আবার সেই ফ্ল্যাটে দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে ভোরের বেলায়। হরিদেবপুর ফাঁড়ির পুলিশ এসে আমাকে নিয়ে যায় ,আর বলে তোকে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তিন দিন পুলিশ লকাবে রেখে থানা থেকে আমাকে যাদবপুর পর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হয়। একটা প্যান একটা জামা পরে বাড়ি ফিরেছিলাম। সিনেমা জগতে আবার ফিরে জন্য এক বছর মিডিয়ার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কেউ আমাকে সাহায্য করেনি। শত যন্ত্রণা কষ্ট সহ্য করতে করতে দুমড়ে মুছে একাকার হয়ে গেছিলাম ২০০৪ সালে সেই সময়ে, তারপরে সাংবাদিক হওয়ার প্রস্তুতি শুরু আর সংবাদ মাধ্যমের সুযোগ স্বয়ং মা আমাকে করিয়ে দিয়েছিল। আমি কোনদিন স্বপ্ন ভাবতে পারিনি আমি সাংবাদিক বা সম্পাদক হব। আজ কাগজের সম্পাদনার যতটুকু কাজ করি তিনি আমাকে করায় তাই করি। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে আমার উপরে অত্যাচার অকথ্য অবিচার হতে লাগলো, বহুবার আমাকে মেরে দেওয়ারও পরিকল্পনা হয়েছে। এমনও কি পরিকল্পিতভাবে দইএর সাথে অ্যাচিট দিয়েও মেরে দিতে চেয়েছিল রাজনৈতিক নেতারা। সে দই খেয়ে মৃত্যু শয্যায় গিয়েও আবার মিরাক্কেল ভাবে তাকে দেখতে পেয়েছিলাম হসপিটালের বেডে শুয়ে। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলছেন ব্যাটা তোর কিছু হবে না ,তোর জন্য আমি আছি আজও এ কথাটি বললে মনের ভিতরে কেমন যেন একটা শিহরণ জেগে উঠে। জীবনে চলার পথে তার সঙ্গে সেই মুহূর্তের দেখা হয়েছিল আমার। তারপরে অন্যান্য ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ একদিন পশ্চিমবঙ্গ কর্মরত পুলিশ আধিকারিক আইপিএস অজয় রানাডে নজরে আমি পড়ে যাই, সেই থেকে অজয় স্যার আজও আমাকে ভগবানের মতো সাহায্য করে চলেছে। তিনি যে মানুষরূপী ভগবান, রাজনৈতিকভাবে কুড়িটা বছর যেভাবে আমাকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, একমাত্র ঈশ্বর ওনাকে দিয়ে সেই শক্তির পরাজয় করাচ্ছে। জীবনে চলার পথে, মা স্বয়ং ঈশ্বরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।তিনি মানুষ রূপে ঈশ্বর আইপিএস অজয় রানাডে। জীবনে চলার পথে খুঁজে পেয়েছিলাম তাকে তিনি হচ্ছেন আজও আমার পরিবারের ঈশ্বর। ঈশ্বর তো এভাবে মানুষের রূপে সাহায্য করে সবাইকে।প্রতিটি আত্মার মধ্যে ঈশ্বর জে বিরাজমান, একথা আমি প্রতিটা মুহূর্তে উপলব্ধি করেছি আমার জীবনে চলার পথে।তাই বলবো ঈশ্বর শক্তির সেই বানীতে 'মানুষ হচ্ছে আমার অনুরূপ'। এখানেও শারীরিক অবয়বের কথা বলা হয়নি । এখানেও ইঙ্গিত করা হয়েছে আত্মার দিকেই । অর্থাৎ আত্মাকে ঈশ্বর শক্তি তার নিজের মত ক্ষমতা দিয়েই তৈরি করেছে । কারণ শারীরিক যে সক্ষমতা মানুষের আছে তা দিয়ে প্রকৃতির প্রাণীদেরকেই হারানো মুশকিল সে ক্ষেত্রে ঈশ্বর শক্তি অস্বীকার করা কাল্পনিক। অবশ্যই মানুষ তার শারীরিক অবয়বের শক্তির জন্য ঈশ্বর শক্তিকে অস্বীকার করেনি । আবার ঈশ্বর শক্তি এত দুর্বল বা সীমাবদ্ধতার মধ্যে হতে পারেনা কারণ ঈশ্বর শক্তি মহাশক্তি। যে মহাশক্তি আত্মা সৃষ্টি করে যা একটি স্বাধীন সত্তা। কিন্তু প্রয়োজনে আত্মাকে শৃঙ্খলিত করে শাস্তি দিতে পারে । সুতরাং শারীরিক অবয়বে মহাশক্তি হওয়া বা মহাশক্তি অস্বীকার করা অসম্ভব। সে কারণে যারা আমার উপরে অকথ্য অত্যাচার অন্যায় করেছিল, তারা অনেকে এই পৃথিবীতে আর নেই।তাদের অনেকের অকাল মৃত্যু হয়েছে, ঈশ্বর পারলে অনেক কিছু করতে পারে। আজও যারা আমার উপর অন্যায় করে ঈশ্বর তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিচার করে, অনেক সময় আমার উপরে এমনই ঘটনা ঘটেছে যে কথা আইপিএস অজয় বাবু কে জানিও কোন কাজ হয়নি। কোন ন্যায় বিচার পাইনি, মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেই ,ঈশ্বরের বিচার হয়েছে , পরে হলেও। এমনই অনেক ঘটনা যা উল্লেখ করার সবটা উল্লেখ করতে চাইছে না এই লেখার মধ্যে। তবে তার বিচার তার উপলব্ধি আমার পরিবারে বহু ক্ষেত্রে বহু উদাহরণস্বরূপ হয়ে গেছে। আমার ঠাকুরদা নন্ত সরদার যখন পাগলা হয়ে গেছিল, হাজারো ডাক্তার দেখে পাগল ভালো হচ্ছিল না। স্বয়ং শিব স্বপ্ন মধ্যে বলে দিয়েছিল একটি মাদুলি অমুক জায়গায় পাবি। সেই স্থানে মাদুলিটি সেই সময় গিয়ে ঠাকুরদা পেয়েও ছিলেন ,আর সেই থেকে পাগলামি রোগটা ভালো হয়েও গিয়েছিল। এটা অনেকেই ভাববে গল্পকথা কিন্তু এটাই বাস্তব মিরাক্কেল স্বয়ং ঈশ্বর আমার পরিবারে এই আশীর্বাদ টা দিয়েছিল । আজো আমি না চাইতে বিভিন্ন ধর্ম স্থানে সাধু-সন্তদের হাত ধরে পৌঁছে গেছি, হঠাৎ একদিন আমি অসুস্থ শ্রীরামপুর স্টেশনে হয়তো সেদিন এই মারা যেতাম। এদিকে পরমানন্দ গিরি নামক এক সাধু মায়ের পূজা করতে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

সালমানের বিয়ের দায়িত্ব শাহরুখের!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নব্বই দশক থেকে বলিউড বাদশা শাহরুখ ও ভাইজান সালমানের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব। মাঝে-মধ্যে দুই বন্ধুর মধ্যে মনোমালিন্য হলেও বন্ধুত্ব থেকে কখনও সরে দাঁড়াননি বিটাউনের এই দুই খান। কঠিন সময়ে একে অপরকে পাশে পেয়েছেন সবসময়।

গৌরিকে ভালোবেসে ঘর বেঁধেছেন শাহরুখ। দুই ছেলে এক মেয়েকে নিয়ে সুখের সংসার তাদের। অন্যদিকে একাধিক সম্পর্কে জড়ালেও এখনও সংসার জীবনে পা রাখতে পারেননি সালমান। অভিনেতার সানাই বাজার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন শোবিজের তারকা থেকে শুরু করে ভক্ত-অনুরাগীরাও। এবার সালমানের বিয়ের দায়িত্ব নিলেন শাহরুখ! একটা সময় ছিল, বিয়ে করছেন কবে? বহুবার এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন সালমান। তবে মিডিয়ার সেই উত্তেজনা এখন স্তিমিত।

সম্প্রতি টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে এসে আবারও বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন সালমান। এ সময় স্পষ্টভাবে তিনি বলেন, বিয়ে যখন হওয়ার তখন ঠিকই হবে। তবে তার প্রাক্তন সম্পর্কগুলো ভাঙার জন্য এখন নিজেকেই দায়ী করেন। তাই সালমানের ঘটকালির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন শাহরুখ।

বন্ধু সংসারি হোক, এতটুকুই চেয়েছিলেন শাহরুখ। তাই মুম্বাইয়ের এক নামকরা অভিনেত্রীর কাছে নাকি সালমানের জন্য বিয়ের প্রস্তাব রাখেন বাদশা। তবে সেটা বাস্তবায়িত হয়নি।

সালমানের সঙ্গে ঐশ্বরিয়ার প্রেম ছিল অভিনেতার জীবনের অন্যতম চর্চিত অধ্যায়। তবে তাদের প্রেমের থেকে বেশি আলোচনায় আসে বিচ্ছেদ পর্ব। তবে ওই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নেটাগরিকদের একাংশের ধারণা, ওই অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া।

ক্যাটরিনা আমার মতো অ্যাকশন বলিউডের কোনো নায়িকা করেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি সালমান খানের নতুন ছবি টাইগার ৩ -এর কিছু অ্যাকশন দৃশ্য ভেসে বেরাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ক্যাটরিনার এ অ্যাকশন দৃশ্য দেখে হইচই পড়ে যায় বলিপাড়ায়। মারপিটের দৃশ্যে ক্যাটরিনার ফিটনেস দেখে হতবাক অন্যান্য অভিনেত্রীরা।

বলিউডের দাবাং খান সালমানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্যাটরিনা যেভাবে অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করেছেন, তা নিয়ে প্রশংসা করেছেন সালমান নিজেও। এবার 'টাইগার ৩'-এর স্টান্ট নিয়ে মুখ খুললেন ক্যাটরিনা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ক্যাটরিনা জানান, 'টাইগার ৩' ছবিতে জোয়া চরিত্রটি আগের দুটি ছবি থেকে আরও বেশি অ্যাকশন অবতারে দেখা যাবে তাকে। তাই ছবি শ্যুটিংয়ের দুমাস আগে থেকেই ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল অভিনেত্রীকে।

তিনি বলেন, এটা বলতে পারি, এই ছবিতে আমার অ্যাকশন দৃশ্যগুলো একেবারে নতুন কায়দার। কোনো অভিনেত্রী এর আগে এমন দৃশ্যে অভিনয় করেননি। জোয়া আমার কাছে খুব স্পেশাল একটা চরিত্র।

২০১২ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'এক থা টাইগার'। তার পাঁচ বছর পর মুক্তি পায় 'টাইগার জিন্দা হ্যায়'। এর পর থেকেই 'টাইগার ৩'র অপেক্ষায় ছিলেন সালমান ভক্তরা। সেই অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে আসন্ন দিওয়ালিতে।

রণবীর আলিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ রণবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হঠাৎ স্ত্রী আলিয়া ভাটকে প্রশংসায় ভাসালেন রণবীর কাপুর। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, আলিয়ার মতো পরিশ্রমী অভিনেত্রী আগে কখনো দেখিনি। ছবিতে অভিনয় করার সময় ওর নিষ্ঠা সত্যি আমাকে অবাক করে।

'কফি উইথ করণে' এসে মনের কথা উজাড় করে দিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। প্রাক্তনদের নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, স্পষ্টভাবে রণবীর কাপুরের নাম না নিলেও, দীপিকা কিন্তু আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে রণবীর কাপুরের সঙ্গে ব্রেকআপের পর তার জীবনে কেমন ঝড় উঠেছিল!

'কফি উইথ করণে'র দীপিকা ও রণবীর সিংয়ের এপিসোড নিয়ে তুমুল হইচই। নেটিজেনরা কেউ রিলেশনশিপ নিয়ে দীপিকার মন্তব্যের সমালোচনা করছেন, কেউ আবার দীপিকাকে কটাক্ষ করছেন। ঠিক এই সময় প্রকাশ্যে আলিয়া ভাটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন রণবীর কাপুর।

তবে তা হঠাৎ আলিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন রণবীর? এবিষয় নিন্দুকরা বলছেন, রণবীরও নাকি দেখেছেন দীপিকা ও রণবীর সিংয়ের 'কফি উইথ করণে'র এপিসোড। আর দীপিকাকে জ্বালাতেই নাকি প্রকাশ্যে আলিয়ার প্রশংসা করলেন রণবীর। তবে এই সাক্ষাৎকারে 'কফি উইথ করণ' নিয়ে মুখ খোলেননি রণবীর কাপুর।

৪ ছেলে ৮ মেয়ের মা হবেন শুভশ্রী গাঙ্গুলি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলি। বর্তমানে স্বামী রাজ চক্রবর্তী ও ছেলে ইউভানকে নিয়ে বেশ সুখেই দিন পার করছেন এই অভিনেত্রী। আবারও সন্তানের মা হতে যাচ্ছেন শুভশ্রী। তবে অভিনেত্রীর নাকি ৪ ছেলে ও ৮ মেয়ের মা হবেন। সম্প্রতি এমন খবরে রীতিমতো হতবাক শুভশ্রী ভক্তরা।

জানা গেছে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই 'ড্যান্স বাংলা ড্যান্স'র বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শুভশ্রী। ২৯ অক্টোবর রিয়েলিটি শোয়ের গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হয়। আর ওই প্রতিযোগিতার সেটেই ৩ বিচারক নিয়ে ভবিষ্যতবাণী করেন কেকে ও সাকী।

শুভশ্রীকে উদ্দেশ্য করে সাকী বলে, আজ থেকে ১৫ বছর পর অভিনেত্রীর সুন্দর একটা বাড়ি হবে। যাতে রাজ-শুভশ্রীর সঙ্গে থাকবে তাদের দুষ্টু-মিষ্টি ৪ ছেলে আর গোলুমোলু ৮ মেয়ে।

সাকীর মুখে এমন কথা শুনে বিস্মিত হয়ে যান শুভশ্রী। পাশ থেকে মিঠুন চক্রবর্তী বলে ওঠেন, ওটা তো আর বাড়ি থাকবে না। আর এই কথা শুনে হাসতে থাকেন শুভশ্রী।

জানা গেছে, টালিউডের জনপ্রিয় নির্মাতা রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে ২০১৮ সালের ৬ মার্চ বাগদান সারেন শুভশ্রী-রাজ। একই বছরের ১১ মে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন করেন তারা। ২০২০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাদের ঘর আলো করে জন্ম নেয় পুত্র ইউভান। বর্তমানে তার বয়স এখন ২ বছর ৯ মাস।

২০৩৪ ফুটবল

বিশ্বকাপের আয়োজক সৌদি আরব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শেষ মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া সরে যাওয়ায় এককভাবে ২০৩৪ ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব।

অস্ট্রেলিয়ার ফুটবল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা এই বিশ্বকাপ বিডিংয়ে অংশগ্রহণ করবে না। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক হতে যাচ্ছে সৌদি।

২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য সৌদির সাথে বিডে নামতে চেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু আজ মঙ্গলবার ফুটবল অস্ট্রেলিয়া এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তারা বিড থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

২০২৬ সালের বিশ্বকাপ হবে মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়। এরপর ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের স্বত্ব পেয়েছে মরক্কো, স্পেন ও পর্তুগাল। ওই হিসেবে ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ এশিয়া ও ওশেনিয়া মহাদেশে হবে বলে জানিয়েছিল ফিফা।

আফগানদের দেখে বাংলাদেশকে

শিখতে বললেন শেবাগ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের চলতি আসরে তিনটি চ্যাম্পিয়ন দলকে হারিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তান। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানরা হেরে যায় বাংলাদেশের বিপেক্ষে।

তবে তিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ৬ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালের পথেই রয়েছে আফগানরা। বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। ২০১৯ সালের সবশেষ আসরে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবার শিরোপা জিতে ব্রিটিশরা। ১৯৯২ ও ১৯৯৬ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

যুদ্ধবিদ্ধস্ত আফগানিস্তানের এমন উন্নতি দেখে রীতিমতো মুগ্ধ ক্রিকেট বিশ্ব। ক্রিকেট বিশ্বকাপের এবারের আসরে আফগানদের পারফরম্যান্স দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী সাবেক তারকা ওপেনার বীরেন্দ্র শেবাগ। এক টুইট বার্তায় বীরেন্দ্র শেবাগ বলেন, ওয়াও আফগানিস্তান, কী দুরন্ত পারফরম্যান্স করছে। আফগানরা যে স্পিরিট দেখিয়েছে, তা থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে।

ভারতের হয়ে ১০৪টি টেস্ট, ২৫১টি ওয়ানডে আর ১৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ৩৮টি সেঞ্চুরির সাহায্যে ১৭ হাজার ২৫৩ রান করা বীরেন্দ্র শেবাগ আরও বলেন, বাংলাদেশ বিশ্ব ক্রিকেটে ২৫ বছর খেলছে, অথচ বড় দলগুলোকে এখনও টানা হারাতে পারে না। আফগানিস্তান ক্রিকেটাররা তো অনেক অল্প সময়ে এই কাজ করে দেখাল। অল্প সময়ের মধ্যে সবচেয়ে উন্নতি করা দল আফগানিস্তান।

বিশ্বকাপ দৌড় থেকে

সবার আগে বিদায় বাংলাদেশের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘুরেফিরে সেই একই চিত্র। ইডেনে কোনো ব্যাটার লম্বা ইনিংস খেলতে না পারায় ২৯ বল আগেই বাংলাদেশ অলআউট হয়েছে ২০৪ রানে। অন্যদিকে টানা চার ম্যাচ হেরে আসা পাকিস্তান দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখালো, ৭ উইকেটে জিতেও গেলো। এই হারে বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে বাংলাদেশের।

স্বপ্নের চিঠির নতুন ঠিকানা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জায়গা পাওয়া নিয়ে বাংলাদেশ এখন বেশ সংশয়েই পড়ে গেলো তাই। শুরুতে তাদের দেওয়া ২০৫ রান তাড়া করতে পাকিস্তানের ১০৫ বল খেলতেই হয়নি।

রান তাড়া করতে নামা পাকিস্তানকে শুরুতে কিছুটা 'থ্রেট' দেখিয়েছিল বাংলাদেশ। মাঠের ক্রিকেটের সঙ্গে ইডেনের গ্যালারি থেকেও ভেসে আসছিল চিৎকার। তাসকিন আহমেদ ও শরিফুল ইসলামের টানা দুটি মেডেন ওভারে আসার পালে একটু-আধটু হাওয়াও লেগেছিল। কিন্তু প্রথম উইকেট যখন বাংলাদেশ পেয়েছে, ততক্ষণে প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে ম্যাচের ভাগ্য। ২২তম ওভারে এসে দলকে প্রথম সাফল্য এনে দেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ১২৮ রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন তিনি ৯ চার ও ২ ছক্কায় ৬৯ বলে ৬৮ রান করে আব্দুল্লাহ শফিককে এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলে। এরপর বাংলাদেশ আরও উইকেট পেয়েছে। কিন্তু তাতে ম্যাচের ভাগ্য বদলায়নি। কেবল ফখর জামান হয়তো একটু আফসোস করতে পারেন, সেঞ্চুরিটি করা হয়নি তার। আর মিরাজ খুশি হতে পারেন আরও দুটি উইকেট তুলে নিয়ে ক্যারিয়ারে ১০০ উইকেট পূরণ করায়। ৩ চার ও ৭ ছক্কার ইনিংসে ৭৪ বলে ৮১ রান করা ফখরকে তাওহীদ হৃদয়ের ক্যাচ বানান। আর ১৬ বলে ৯ রান করে লং অনে দাঁড়ানো মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের হাতে বাবর আজম ক্যাচ দেন। এই হারে ৭ ম্যাচে ২ পয়েন্ট টেবিলের নয়ে বাংলাদেশ। এক ম্যাচ কম খেললেও রানরেটে পিছিয়ে থাকায় তলানিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড।

এবারের 'গার্ড মুলার ট্রফি' হালান্ডের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গেল মৌসুমে ক্লাবের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করে সর্বোচ্চ গোলের পুরস্কার 'গার্ড মুলার ট্রফি' জিতে নিয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটি তারকা ফুটবলার আরলিং হালান্ড।

গত মৌসুমে হালান্ড ছিলেন দুর্দান্ত। ক্লাবের হয়ে স্রেফ গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। জোড়া গোলে সিটির হয়ে প্রিমিয়ার লিগ অভিষেক রাঙানোর পর লিগে ৩৫ ম্যাচে তিনি করেন ৩৬ গোল, অ্যাসিস্ট ৮টি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৩ ম্যাচে হালান্ডের গোল ছিল ৫২টি, অ্যাসিস্ট ৯টি।

ক্লাবের সঙ্গে জাতীয় দল যোগ করলে গোলের সংখ্যা দাঁড়ায় আরও বেশি। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে মোট ৫৬ গোল করেন হালান্ড। এছাড়াও ম্যানসিটির হয়ে গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, এফএ কাপ ও প্রিমিয়ার লিগ মিলিয়ে 'ট্রেবল' জেতেন তিনি।

এই লড়াইয়ে হালান্ড প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। হালান্ডের চেয়ে এক গোল কম হওয়ায় পুরস্কারটি জিততে পারেননি এমবাপে। অবশ্য এবার কিছুই জিততে পারেননি এই ফরাসি তারকা।

উল্লেখ্য, জার্মানির কিংবদন্তি ফুটবলার গার্ড মুলারের নামে ২০২১ সালে থেকে এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। ২০২১-২২ মৌসুমে প্রথমবারের মতো এই পুরস্কার জিতেছিলেন সেই সময়ে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে পোল্যান্ডের ফরোয়ার্ড রবার্ট লেভানডোভস্কি।

বিশ্বকাপ ধামাকা

দাপুটে আফগানদের কাছে

ডাচরা হারল ৭ উইকেটে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জায়ান্ট কিলার তকমা পাওয়া আফগানিস্তানের কাছে এবার পাত্তা পেল না নেদারল্যান্ডসও। ওয়ানডে বিশ্বকাপের চলতি আসরে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশকে হারিয়ে চমক দেখানো ডাচরা আফগানদের বিপক্ষে হেরেছে ৭ উইকেটে।

ভালো শুরুর পরও মাঝপথে বিপর্যয়ে পড়ে ডাচরা। সবক'টি উইকেট হারিয়ে ৪৬.৩ ওভারে নেদারল্যান্ডস থামে ১৭৯ রানে। ১৮০ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে আফগানদের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

২৭ রানের জুটি ভেঙে আফগান ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান ফিরলে আরেক ওপেনার রাহমানুল্লাহ গুরবাজের সাথে জুটি গড়েন তিনে নামা রহমত শাহ। তবে সেই জুটির স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র ২৮ রানের। গুরবাজ ফিরলেও একপ্রান্ত আগলে রাখেন রহমত। অধিনায়ক হাশমতুল্লাহ শহিদীর সাথে ৭৪ রানের জুটি গড়েন তিনি। ৫৪ বলে ৫২ রান করে ফেরেন রহমত। তবে হাল ছাড়েননি কাপ্তান শহিদী। তিনি ৬৪ বলে ৫৬ রানে অপরাজিত ছিলেন। তাকে সঙ্গ দিয়ে ২৮ বলে ৩১ রান করে অপরাজিত থাকেন আজমতুল্লাহ ওমরজাই। প্রায় ১৯ ওভার হাতে রেখেই ডাচদের হারিয়েছে আফগানরা।

এর ফলে সাত ম্যাচে ৪ জয় তুলে নিয়ে পয়েন্ট তালিকার পঞ্চম স্থানে চলে গেছে আফগানিস্তান। একই সংখ্যক ম্যাচে ৩ জয় নিয়ে ছয় নম্বরে আছে পাকিস্তান।

চুমু কাণ্ড; তিন বছর নিষিদ্ধ রুবিয়ালেস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবার বড় শাস্তি পেলেন লুইস রুবিয়ালেস। নারী বিশ্বকাপের ফাইনালের পর স্পেন জাতীয় দলের এক খেলোয়াড়কে 'জোর করে' চুমু খাওয়ায় স্প্যানিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের এই সাবেক প্রেসিডেন্টকে তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ করল ফিফা।

সোমবার এক বিবৃতিতে ফিফা জানিয়েছে, শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে আগামী তিন বছর ফুটবলের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়ের সঙ্গেই আর জড়াতে পারবেন না রুবিয়ালেস। তার বিরুদ্ধে ফিফার ডিসিপ্লিনারি কোডের ১৩ নম্বর ধারা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১০ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারলেন রুবিয়ালেস।

স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য জেনিফার এরমোসোর ঠোঁটে চুমু দিয়ে বিতর্কের জন্ম দেন রুবিয়ালেস। পরবর্তীতে বিষয়টির জন্য ক্ষমাও চান তিনি। তার দাবি, ঘটনাটি আকস্মিকভাবে ঘটে গেছে। তবে এতে খুব বেশি লাভ হয়নি। এরমোসোও পরে জানান, ওই চুমু অনিচ্ছাকৃত বা মুহূর্তের উত্তেজনায় ছিল না; 'উদ্দেশ্যমূলকভাবে' এই কাজ করেছেন রুবিয়ালেস। চুমু-কাণ্ডের জন্য রুবিয়ালেসকে তিন মাসের সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেয় ফিফা। তদন্ত শেষে এবার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত এলো।

এরমোসোও আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেয় উয়েফাও। এমনকি জাতীয় দলের নারী ফুটবলাররা তিনি দায়িত্বে থাকলে খেলবেন না বলেও জানিয়ে দেন। এই ঘটনা এমনকি স্পেনের বিশ্বকাপ জয়কেও ছাপিয়ে যাচ্ছিল। নিজ দেশে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে গত সেপ্টেম্বরে সরেই দাঁড়ান রুবিয়ালেস। শুধু স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন নয়, তিনি পদত্যাগ করেছেন উয়েফার নির্বাহী কমিটি থেকেও।

পাঁচ ম্যাচ পর দলে ফিরেই

জয়ের নায়ক ফাখার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুরুটা করলেন ধীরগতিতে। মেডেন খেললেন এক ওভার। পরে তাসকিন আহমেদের বলে বিশাল ছক্কা মেরে ডানা মেলে দিলেন ফাখার জামান। তার ডানার ঝাপটায় উড়ে গেল বাংলাদেশ, পাকিস্তান পেল অনায়াস জয়। আর ফাখার পেলেন দারুণ এক স্বীকৃতি। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) বাংলাদেশের বিপক্ষে ৭ উইকেটে জিতেছে পাকিস্তান। ফাখারের ৭৪ বলে ৮১ রানে ভর করে ১০৫ বল বাকি থাকতে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। এই বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১২ রান করার পর টানা পাঁচ ম্যাচ বাইরে থাকতে হয় ফাখারকে। ৩ চার ও ৭ ছক্কার ইনিংসে সাজালেন তিনি ফেরার উপলক্ষ। বিশ্বকাপে এটিই তার প্রথম ম্যাচ সেরার স্বীকৃতি, সব মিলিয়ে ওয়ানডেতে অষ্টমবার। আগের সাত ম্যাচের প্রতিটিতে করেছিলেন সেঞ্চুরি। এবারই প্রথম সেঞ্চুরি না করেও জিতলেন এই পুরস্কার। রান তাড়া করতে নেমে পঞ্চম ওভারে ডিপ মিড উইকেট দিয়ে মারেন প্রথম ছক্কা। মেহেদী হাসান মিরাজের বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে ওয়াইড লং দিয়ে মারেন পরেরটি। অষ্টাদশ ওভারে তাসকিনকে ছক্কায় উড়িয়ে পঞ্চাশ স্পর্শ করেন ফাখার। মাঝে মারেন আরও দুটি ছক্কা। ফিফটির পরও মিরাজের বলে দুটি ছক্কা মারেন বাঁহাতি ওপেনার। শেষ পর্যন্ত ছক্কা মারতে গিয়েই বাজে তার বিদায় ঘণ্টা। মিরাজের বলে ওয়াইড লং অনে ক্যাচ নেন তাওহিদ হৃদয়।

কিং কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে

রোনালদোর আল-নাসর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সৌদি আরবের ঘরোয়া ফুটবল কিং কাপ চ্যাম্পিয়নসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর ক্লাব আল-নাসর। সাদিও মানের একমাত্র গোলে আল-ইত্তিফাককে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা নিশ্চিত করল তারা।

৩১ অক্টোবর আল-আওয়াল পার্কে ইত্তিফাক-আল-নাসরের ম্যাচ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। প্রথমার্ধে কোনো দল গোল পায়নি, গোল পায়নি ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধেও। যে কারণে শেষ ষোলোর মীমাংসা হয়েছে অতিরিক্ত সময়ের গোলে।

ম্যাচের ১২ মিনিটেই হলুদ কার্ড পান রোনালদো। প্রথমার্ধের শেষভাগে গিয়ে বড় ধরনের ধাক্কা খায় তার দল। এ সময় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তালিস্কা। ফলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় তারা।

লাল কার্ড দেখে ইত্তিফাকের এক খেলোয়াড়ও। তবে তখন ম্যাচের নির্ধারিত সময়ের বাকি আর এক মিনিট। গোলশূন্য থাকায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়েও কেউ গোলের দেখা পাচ্ছিল না।

অবশেষে সেই ডেডলক ভাঙে আল-নাসর। বদলি খেলোয়াড় আয়মান ইয়াহার অ্যাসিস্টে এ সময় গোলটি করেন সাদিও মানে। শেষ পর্যন্ত সেটিই থাকে ম্যাচের স্কোর লাইন। ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখে আল-নাসর।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR